প্রথম আলো

26 JUL 2009

ফল খারাপ হয়েছে। এ ছাড়া ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে পাসের হারও গত বছরের তুলনায় কম।

এ প্রসঙ্গে কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আতিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, মফস্বলে ইংরেজির মতো বিজ্ঞান শিক্ষকেরও অভাব রয়েছে। তা ছাড়া ইংরেজি সব বোর্ডের সমস্যা হলেও প্রতিটি বোর্ডে আরও কিছু বিষয় থাকে। তিনি আরও বলেন, একই দিনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়। একই দিনে ফল প্রকাশ হয়। তাই অভিন্ন প্রশ্নপত্রে এই পরীক্ষা হতে পারে। আর তা হলে সারা দেশে প্রশ্নপত্রে এক ধরনের সমতা থাকবে।

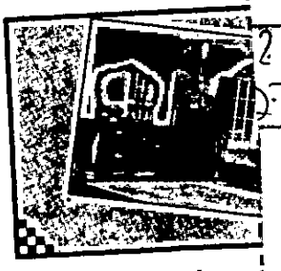

ঢাকার বাইরে একটি কলেজের অধ্যক্ষ অমিত রায় চৌধুরী বলেন, এসএসসিতে কমিউনিকেটিভ ইংরেজি শেখা শিক্ষার্থীরা এইচএসসিতে প্রচলিত

বারাইবারি এ. কে. ইউ. ইনস্টিটিউশন অ্যান্ড কলেজ, রংপুর সদরের আনন্দালোক ডিগ্রি কলেজ, পটুয়াখালীর ধানখালী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম সাদেক টেকনিক্যাল অ্যান্ড বমার্স কলেজ এবং পিরোজপুরের সাবিহা খালেক টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজ।

আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৮৪.৬০ শতাংশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সবাই। একইভাবে রাজশাহীর বোয়ালিয়ার মদিনাতুল উলুম কামিল মাদ্রাসার ১০৪ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই, শেরপুর সদরের ইদ্রিসিয়া আলিম মাদ্রাসার ১০১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই, চট্টগ্রামের লোহাগড়ার আধুনগর ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসার ৯২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই, খুলনা সদরের দারুল কোরআন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার ৮৫ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে সবাই পাস করেছেন।

জিপিএ-৫ পাওয়ার দিন থেকে ঢাকার ডেমরার তামিরুল মিল্লাত কামিল মাদ্রাসা প্রথম হয়েছে। এই মাদ্রাসার ৪৪৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ১২২ জন। পাস করেছেন ৪৩২ জন। একই মাদ্রাসার টঙ্গী শাখা ২২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছেন ৪৮ জন। এখান থেকে পাস করেছেন ২২১ জন। এই মাদ্রাসার অবস্থান পঞ্চম।

পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়ার সংখ্যা—উভয় তালিকায় আছে রংপুরের ধাপ সাতগরা বায়তুল মোকাররম কামিল মাদ্রাসা ও খুলনা সদরের দারুল কোরআন সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসা। পাসের হারের দিক থেকে ধাপ সাতগরা মাদ্রাসার অবস্থান প্রথম এবং জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে সপ্তম। অন্যদিকে পাসের হারের দিক থেকে দারুল কোরআন মাদ্রাসার অবস্থান চতুর্থ। জিপিএ-৫ পাওয়ার দিক থেকে এই মাদ্রাসার অবস্থান নবম।

ফাজিল ও কামিল: গতকাল এই বোর্ডে আলিমের পাশাপাশি ডিগ্রি

পাসের হার ও জিপিএ-৫ দুই-ই কমেছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংবাদ ব্রিফিং: গতকাল দুপুর দুইটায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে এ বছরের এইচএসসি এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষার ফল আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ও মন্ত্রণালয়ের সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান বক্তব্য দেন। এ সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ও শিক্ষা বোর্ডগুলোর চেয়ারম্যানরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে শিক্ষামন্ত্রী উপরিউক্ত কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে এ বছরের এইচএসসি পরীক্ষার ফলের একটি সেট তুলে দেন।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার শিক্ষার উন্নয়নে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ নেওয়ায় এ বছর সুষ্ঠুভাবে সুন্দর পরিবেশে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই ধারায় শিক্ষার গুণগত মান উন্নত হবে। তিনি বলেন, এ বছরই সব বোর্ডের ফল প্রকাশের জন্য একটি স্বতন্ত্র ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে এবং প্রথমবারের মতো ৩০০টি প্রতিষ্ঠানে ই-মেইলের মাধ্যমে ফল পাঠানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, এইচএসসিতে গ্রেডিং পদ্ধতি প্রবর্তনের এটা সপ্তম বছর। এই পদ্ধতির শুরুর বছর ২০০৩ সালে সাত বোর্ডের গড় পাসের হার ছিল ৩৮ দশমিক ৪৩ শতাংশ। জিপিএ-৫ পেয়েছিল মাত্র ২০ জন। অবশ্য সেবার ফলাফলের সঙ্গে চতুর্থ বিষয়ের (ঐচ্ছিক) নম্বর যোগ করা হয়নি। এই নম্বর যোগ করা শুরু হয় ২০০৪ সাল থেকে।

আনন্দ-উচ্ছ্বাস: ফল প্রকাশের পর ঢাকাসহ সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার্থীরা উল্লাসে মেতে ওঠে। পাসের হার ও জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা গত বছরের চেয়ে কম হলেও শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে কমতি ছিল না। নিজেদের মধ্যে কুশল ও ভাববিনিময়ের পাশাপাশি চলেছে নিকটাত্মীয়, বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ফলাফল জানানো। মিষ্টি ও ফুলের দোকানে কেনাবেচাও ছিল ভালো।

ভালো ফল করার আনন্দ-উল্লাসের মধ্যেও অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দেখা গেছে শিক্ষকেরা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন এর পরই শুরু করতে যাওয়া উচ্চতর শিক্ষাজীবনের বিষয়। ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুযোগ পাওয়াই যে এখন তাদের জীবনের সবচেয়ে বড় আরাধ্য বিষয়, সেই কথা। জিপিএ-৫ পেলেও যে মানসম্পন্ন ও লক্ষ্য অনুযায়ী ভালো প্রতিষ্ঠানে সবাই পড়ার সুযোগ নাও পেতে পারে, এ বিষয়টিও শিক্ষক-অভিভাবকদের আলোচনার অন্যতম বিষয় ছিল।

সাধারণ পরিসংখ্যান: এ বছর আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষায় মোট চার লাখ ৮৯ হাজার ১০২ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। মোট পাস করেছে তিন লাখ ৪৪ হাজার ৪৮৫ জন। গড় পাসের হার ৭০ দশমিক ৪৩ শতাংশ, যা গত বছরের তুলনায় ৪ দশমিক ৪২ শতাংশ কম।

আট বোর্ডের শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুই লাখ ৫৮ হাজার ৯৯৮ জন ছাত্র। তাদের মধ্যে পাস করেছে এক লাখ ৮৩ হাজার ৮৭৫ জন। ছাত্রীর সংখ্যা দুই লাখ ৩০ হাজার ১০৪। পাস করেছে এক লাখ ৬০ হাজার ৬১০ জন।

জিপিএ-৫: এ বছর আট বোর্ডে মোট জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৮ হাজার ২২২ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ১০ হাজার ৫৩২ জন ছাত্র এবং সাত হাজার ৬৯০ জন ছাত্রী। গত বছর সাত বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছিল ১৯ হাজার ১০৮ জন।

এ বছর মোট জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেকেরও বেশি ঢাকা বোর্ডের, নয় হাজার ৪৫০ জন। এর মধ্যে ছাত্র পাঁচ হাজার ৪৬৫ ও ছাত্রী তিন হাজার ৯৮৫ জন। গত বছর এবং তার আগের বছরও সারা দেশের জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অর্ধেকেরও বেশি ছিল ঢাকা বোর্ডের। অন্য বোর্ডগুলোর মধ্যে রাজশাহী বোর্ডে দুই হাজার ২২৯ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে, যার মধ্যে এক হাজার ৩১৪ জন ছাত্র ও ৯১৫ জন ছাত্রী। যশোর বোর্ডে দুই হাজার ৯৩ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে এক হাজার ২১৯ জন ছাত্র ও ৮৭৪ জন ছাত্রী। চট্টগ্রাম বোর্ডে এক হাজার ৪৪৮ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭৫৯ জন ছাত্র ও ৬৮৯ জন ছাত্রী। দিনাজপুর বোর্ডে এক হাজার ৩৮৮ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৩০ জন ছাত্র ও ৫৫৮ জন ছাত্রী। কুমিল্লা বোর্ডে ৬০১ জন জিপিএ-৫ পাওয়া শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩৬৯ জন ছাত্র ও ২৩২ জন ছাত্রী। বরিশাল বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৫৭৪ জন, যার মধ্যে ৩১৮ জন ছাত্র ও ২৫৬ জন ছাত্রী। সিলেট বোর্ডে জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট ৪৩৯ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ২৫৮ জন ছাত্র ও ১৮১ জন ছাত্রী।

ঢাকা বোর্ড: এ বছর ঢাকা বোর্ডে মোট পরীক্ষার্থী ছিল এক লাখ ৫২ হাজার ৪৭০ জন। পাস করেছে এক লাখ নয় হাজার ৬০ জন। পাসের হার ৭১ দশমিক ৫৩ শতাংশ। গত বছর ঢাকা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৮২ দশমিক ৩১ শতাংশ।

চট্টগ্রাম বোর্ড: এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪১ হাজার ৪৯৮ জন। পাস করেছে ৩১ হাজার ৬৬৮ জন। পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩১ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৭ দশমিক ৯৬ শতাংশ।

কুমিল্লা বোর্ড: মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৪১ হাজার ১৯৯ জন। পাস করেছে ২৭ হাজার ৫৯৮ জন। পাসের হার ৬৬ দশমিক ৯৯ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭৭ দশমিক ৩৩ শতাংশ।

যশোর বোর্ড: এ বছর মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৩ হাজার ২৬৪ জন। পাস করেছে ৫৭ হাজার ৭১৩ জন। পাসের হার ৭৮ দশমিক ৭৭ শতাংশ, যা এ বছর আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে সর্বোচ্চ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭২ দশমিক ২৪ শতাংশ।

রাজশাহী বোর্ড: মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৭৪ হাজার ২৭৪ জন। পাস করেছে ৫২ হাজার ৩৩৯ জন। পাসের হার ৭০ দশমিক ৪৭ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক ৮৭ শতাংশ।

সিলেট বোর্ড: মোট পরীক্ষার্থী ছিল ১৮ হাজার ১৩৬ জন। পাস করেছে ১৩ হাজার ৪১৩ জন। পাসের হার ৭৩ দশমিক ৯৬ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭১ দশমিক ১৭ শতাংশ।

বরিশাল বোর্ড: মোট পরীক্ষার্থী ছিল ২৯ হাজার ৭২০ জন। পাস করেছে ১৯ হাজার ৯৭২ জন। পাসের হার ৬৭ দশমিক ২০ শতাংশ। গত বছর এই বোর্ডে পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ২৮ শতাংশ।

দিনাজপুর বোর্ড: নবগঠিত এই বোর্ডের অধীনে এ বছরই প্রথম এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হলো। মোট পরীক্ষার্থী ছিল ৫৮ হাজার ৫৪১ জন। পাস করেছে ৩২ হাজার ৭২২ জন। পাসের হার ৫৫ দশমিক ৯০ শতাংশ।